১৬-৩-২০১৪

অমৃতসরে আমার প্রার্থীপদ

অরুণ জেটলি,রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

অমৃতসর লোকসভা কেন্দ্রে দল আমাকে প্রার্থী করায় আমি বিজেপির প্রতি কৃতজ্ঞ।

১৯৭০ সালে একেবারে তরুণ বয়স থেকেই আমি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।এবিভিপির সদস্য ছিলাম আমি।কলেজে ও পরবর্তীতে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি আমি।জরুরী অবস্থা চলাকালীন দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেপি আন্দোলনে জড়িয়ে পড়াই ছিল আমার জীবনের উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত। জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্ডোলনে প্রথম দিন থেকেই সামিল হয়েছিলাম আমি। পরবর্তী ১৯ মাস এজন্য আমাকে আটক থাকতে হয়। এই সময়কালটাই আদর্সগতভাবে আমাকে সমৃদ্ধ করেছিল।

১৯৮০ সালে যাত্রাশুরুর সময় থেকেই আমি বিজেপির সদস্য। এবিভিপি থেকে সেই বছরই আমি বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলাম।সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী হওয়ার কোনও বাসনা আমার ছিলনা। ১৯৭৭ সাল থেকে আমি আইনব্যবসা শুরু করি।১৯৯০ সালেই আমি একজন সিনিয়র অ্যাডভোকেট হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাই। আমার পেশাগত কাজকর্ম যেমন বাড়ছিল তেমন দলেও আমার কাজকর্মের পরিধী বাড়ছিল।তবুও পুরো সময়ের রাজনীতিক হিসেবে আমি আমীকে ভাবতে পারিনি। ১৯৮০ সাল থেকেই দলের প্রচারের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলাম আমি। দলের জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য ছিলাম। একই সঙ্গে ছিলাম দলের মুখপাত্র।১৯৯৯ সালে আমার দুই নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ী ও লালকৃষ্ণ আদবানি আমাকে ইউপিএ মন্ত্রিসভার সদস্য হতে অনুরোধ করেন।সেইসময় আমি সাংসদও ছিলামনা।আমি মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ার ৬ মাসের মধ্যেই গুজরাট থেকে রাজ্যসভার সদস্য হই। তখন থেকেই সংসদে রয়েছি আমি।কখনও মন্ত্রী হিসেবে, কখনও দলের সাধারণ সমপাদক আবার কখনও রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতা হিসেবে দলের প্রচারে আমার দায়িত্ব পালন করেছি আমি। নির্বাচনের ব্যবস্থাপনায় থাকলেও কখনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিনি।

এবার অমৃতসর, যে শহরকে আমি খুব ভালবাসি সেখান থেকে দলের প্রার্থী মনোনীত হয়েছি আমি। অমৃতসর দেশের অন্যতম একটা তীর্থক্ষেত্র।এই শহরের নিজস্ব একটা সাংস্কৃতিক চরিত্র আছে। উত্তর ভারতের অন্যতম বানিজ্যিক ক্ষেত্রও বটে।ছোটবেলা থেকে এসেছি বলে এই শহরের প্রতি একটা টানও আছে আমার। আমার মা অমৃতসরের মানুষ ছিলেন।অমৃতসরেই

জন্মেছিলেন তিনি। বড়ও হয়েছিলেন এখানে।আমার বোনের জন্মও এখানে।আমার স্ত্রী জম্মু কাশ্মীরের মানুষ হলেও জন্ম হয়েছিল অমৃতসরে। কারণ এখানকার চিকিৎসার সুযোগ ছিল অনেক ভালো। আমার দাদু দিদার বাড়ি থাকায় খুব ছোট থেকেই আমি এই শহরে আসছি।সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রচারে আমি একাধিকার অমৃতসরে এসেছি।ভাল খাবারের প্রতি আমার টানও এই শহরের প্রতি আমার আকর্শনের অন্যতম কারণ। এখানকার মত খাবার অন্য জায়গায় মেলা ভার। অমৃতসরে থাকা আমার আত্মীয় বন্ধু ও দলের সহকর্মীদের শুভেচ্ছায় ভেসে যাচ্ছি আমি। এই শহরে গিয়ে অনেক দিন থাকতে হবে। সেদিকেই এখন তাকিয়ে আছি আমি।

আমার মনকে তৈরি করতে সাহায্য করার জন্য আমার বন্ধু নভজ্যোত সিং সিধুর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।ওঁর সঙ্গে আমার সমপর্ক শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। গত কয়েকদিন ধরে ও শুধু আমাকে বলে আসছিল অমৃতসরে গিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করা উচিৎ আমার।আমিও অমৃতসর, কুরুক্ষেত্র, বা পশ্চিম দিল্লি থেকে তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুরোধ জানিয়েছিলাম।দলের সভাপতিও একই অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু বিনয়ের সঙ্গেই এ ব্যপারে ওর অনাগ্রহের কথা ও জানিয়ে দেয়। ওর আচার ব্যবহারে এমন একটা জিনিস আছে যা থেকে আমরা যারা রাজনীতিতে আছি তাঁদের শিক্ষা নেওয়া উচিৎ। ক্রিকেটে ও একজন স্বনামধন্য ব্যাটসম্যান।এবার ও আমাকে বোল্ড করে দিল।